নির্বাহী সার-সংক্ষেপ

বিশ্ব অর্থনৈতিক পরিস্থিতি

বিশ্ব অর্থনীতি মন্দা কাটিয়ে প্রবৃদ্ধির ধারায় ফিরলেও এখনও সুসংহত হয়নি। উন্নত দেশসমূহের অর্থনীতি পুনরুদ্ধারের গতিধারা শক্তিশালী হলেও বিকাশমান বাজার ও উন্নয়নশীল দেশসমূহের অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি হ্রাস পেয়েছে। তা সত্ত্বেও বিকাশমান বাজার ও উন্নয়নশীল দেশসমূহের অর্থনীতি সার্বিক বিশ্ব অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি অর্জনে তিন-চতুর্থাংশ অবদান রেখেছে। ২০১৪ সালের চতুর্থ প্রান্তিকে জ্বালানি তেলের বড় ধরণের মূল্য পতন, মার্কিন ডলারের উপচিতিসহ কতিপয় উপাদান বৈশ্বিক অর্থনীতির গতি সঞ্চারকে প্রভাবিত করেছে। জ্বালানি তেলের মূল্য হ্রাস একদিকে যেমন সরবরাহ বাড়িয়ে অর্থনীতির উন্নয়নে সহায়তা করছে, তেমনি আবার জ্বালানি তেল রপ্তানিকারক দেশসমূহের বিনিয়োগ হ্রাসের ফলে বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার ঝুঁকি বাড়িয়েছে। মার্কিন ডলারের উপচিতির ফলে ঋণ গ্রহণকারী দেশসমূহ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে বলে আশংকা করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) এর সর্বশেষ প্রকাশিত World Economic Outlook (WEO), April 2015 অনুযায়ী ২০১৪ সালে বিশ্ব অর্থনীতির গড় প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে ৩.৪ শতাংশ। ২০১৫ সালে বিশ্ব অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি ৩.৫ শতাংশ ও ২০১৬ সালে ৩.৮ শতাংশে দাঁড়াতে পারে বলে আইএমএফ পূর্বাভাস করেছে।

বাংলাদেশের সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি

বৈশ্বিক অর্থনীতি বিশেষ করে উন্নত দেশেসমূহের অর্থনীতির পুনরুদ্ধারে অসম গতি এবং অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে উদ্ভূত প্রতিকূল পরিস্থিতি সত্ত্বেও বাংলাদেশের অর্থনীতি টেকসই প্রবৃদ্ধির ধারা বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর সাময়িক হিসাব অনুযায়ী ২০১৪-১৫ অর্থবছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধি প্রাক্কলন করা হয়েছে ৬.৫১ শতাংশ, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরে ছিল ৬.০৬ শতাংশ। চলতি অর্থবছরে জিডিপিতে বৃহৎ খাতসমূহের মধ্যে কৃষি, শিল্প ও সেবা খাতের প্রবৃদ্ধি যথাক্রমে ৩.০৪ শতাংশ, ৯.৬০ শতাংশ ও ৫.৮৩ শতাংশ। পূর্ববর্তী অর্থবছরে এ প্রবৃদ্ধির হার ছিল যথাক্রমে ৪.৩৭ শতাংশ, ৮.১৬ শতাংশ ও ৫.৬২ শতাংশ উল্লেখ্য, ২০১৪-১৫ অর্থবছরে মাথাপিছু জাতীয় আয় পূর্ববর্তী অর্থবছর থেকে ১৩০ মার্কিন ডলার বৃদ্ধি পেয়ে ১,৩১৪ মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছে।

চলতি ২০১৪-১৫ অর্থবছরে রাজস্ব আহরণের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা ১,৬৩,৩৭১ কোটি টাকা, যা জিডিপি'র ১০.৮ শতাংশ। চলতি অর্থবছরের প্রথম নয় মাসের (জুলাই-মার্চ, ২০১৫) সাময়িক হিসাবে মোট রাজস্ব আহরিত হয়েছে ১,০৩,২০৯ কোটি টাকা যা লক্ষ্যমাত্রার ৬৩.১৭ শতাংশ এবং পূর্ববর্তী অর্থবছরে একই সময়ের তুলনায় ৪.৭৭ শতাংশ বেশি। এসময়ে এনবিআর কতৃর্ক কর রাজস্ব আহরণের প্রবৃদ্ধি হয়েছে ১২.৬৫ শতাংশ। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে সংশোধিত বাজেটে মোট ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ২,৩৯,৬৬৮ কোটি টাকা যা জিডিপি'র ১৫.৮ শতাংশ। এর মধ্যে অনুন্নয়ন এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ব্যয় যথাক্রমে ১,৬৪,৬৬৮ কোটি টাকা (জিডিপি'র ১০.৯ শতাংশ) এবং ৭৫,০০০ কোটি টাকা (জিডিপি'র ৫.০ শতাংশ)। সাময়িক হিসাব অনুযায়ী মার্চ, ২০১৫ পর্যন্ত মোট ব্যয় হয়েছে ১,১৮,৫২৩ কোটি টাকা যার মধ্যে অনুন্নয়ন ব্যয় ৯১,০৩৪ কোটি টাকা এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ব্যয় ২৭,৪৮৯ কোটি টাকা। চলতি অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে ঘাটতির পরিমাণ প্রাক্কলন করা হয়েছে ৭৬,২৯৭ কোটি টাকা, যা জিডিপি'র ৫.০ শতাংশ।

চলতি অর্থবছরের শুরুতে অর্থাৎ জুলাই, ২০১৪-এ সার্বিক মূল্যস্ফীতি ছিল ৭.০৪ শতাংশ, যা ০.৭২ পার্সেন্টেজ পয়েন্ট হ্রাস পেয়ে এপ্রিল, ২০১৫ এ দাঁড়িয়েছে ৬.৩২ শতাংশে। মূল্যস্ফীতির চাপকে পরিমিত পর্যায়ে রেখে প্রবৃদ্ধি সহায়ক, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও বিনিয়োগবান্ধব-সতর্ক মুদ্রানীতি অনুসরণ করা হচ্ছে। অর্থবছরের দ্বিতীয়ার্ধের জন্য প্রণীত মুদ্রানীতিতে ব্যাপক মুদ্রার যোগানের প্রবৃদ্ধি বছরশেষে ১৬.৫ শতাংশ এবং বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবাহের প্রবৃদ্ধি বছর শেষে ১৫.৫ শতাংশ ধরা হয়েছে। মুদ্রা যোগানের প্রবৃদ্ধির যে পরিসর মুদ্রানীতিতে ধরা হয়েছে তা কাঙ্খিত জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জনে পর্যাপ্ত অর্থের যোগান নিশ্চিত করবে বলে আশা করা হয়েছে।

সাম্প্রতিক বছরসমূহে পুঁজিবাজার পরিস্থিতি স্থিতিশীল পর্যায়ে রয়েছে। চলতি অর্থবছরের মার্চ মাস শেষে ঢাকা ও চট্টগ্রাম এই উভয় স্টক এক্সচেঞ্জের তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বেড়ে দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ৫৫১টি ও ২৭২টি। গত ৩০ জুন, ২০১৪ এ ডিএসই'র সকল সিকিউরিটিজের মোট বাজার মূলধনের আকার ছিল ২,৯৪,৩২০ কোটি টাকা যা ৭.৭৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৫ সালের মার্চ মাসের ট্রেডিং শেষে দাঁড়িয়েছে ৩,১৭,২২৯ কোটি টাকায়। একই সময়ে সিএসই'র বাজার মূলধনের আকার ২,২৮,৬৬৮ কোটি টাকা থেকে ১০.৩৪ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২,৫২,৩১০ কোটি টাকায় পৌঁছেছে।

গত ২০১৩-১৪ অর্থবছরের রেমিট্যান্স প্রবাহের প্রবৃদ্ধি নেতিবাচক ধারা থেকে ঘুরে দাঁড়িয়েছে এবং জুলাই-এপ্রিল ২০১৫ সময়ে রেমিট্যান্স প্রবাহ পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ৭.০৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ১২,৫৫২.০৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়িয়েছে। চলতি অর্থবছরে জুলাই-মার্চ সময়ে রপ্তানি আয়ের (এফওবি) পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২২,৯০৪.৭৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ২.৯৮ শতাংশ বেশি। মূলধনী যন্ত্রপাতি ও শিল্পের কাঁচামাল আমদানিতে গতিশীলতা আসায় সার্বিক আমদানি বৃদ্ধি পেয়েছে। অর্থবছরের প্রথম নয় মাসে (জুলাই-মার্চ, ২০১৫) আমদানি ব্যয় (সিএন্ডএফ) ১২.২৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৩৩,০৫৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। এতে বৈদেশিক লেনদেনের চলতি হিসাবে ঘাটতি পরিলক্ষিত হলেও মূলধন ও আর্থিক হিসাবে উদ্বৃত্ত থাকায় জুলাই-মার্চ, ২০১৫ সময়ে লেনদেনের সার্বিক ভারসাম্যে (overall balance) ২,৮৮৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার উদ্বৃত্ত হয়েছে। ফলে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং গত ৬ মে, ২০১৫ তারিখে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ২৪,১৪০.৬৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছে। এসময়ে মার্কিন ডলারের সাথে টাকার বিনিময় হারের স্থিতিশীলতা বজায় রয়েছে। পাশাপাশি ঋণের সুদের হারও হ্রাস পেয়েছে, যা বিনিয়োগ পরিবেশকে আরও উন্নত করবে বলে আশা করা যায়।

রাজস্ব খাতে সংস্কার

বাজেট ব্যবস্থাপনা সংস্কারের অংশ হিসেবে মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামোর (Medium Term Budget Framework-MTBF) আওতায় প্রত্যেক মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অন্যান্য প্রতিষ্ঠান স্ব স্ব মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো (Ministry Budget Framework-MBF) প্রস্তুত করেছে, যার মাধ্যমে সরকারের নীতি-কৌশলের সাথে বাজেট বরাদ্দ এবং বরাদ্দকৃত বাজেটের সাথে কর্মকৃতির যোগসূত্র বজায় থাকে। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির দ্রুত এবং পূর্ণ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম, যেমন, পদ্ধতিগত বিষয়সমূহ সহজীকরণ, বৃহৎ প্রকল্পসমূহের জন্য বিশেষ তদারকি অব্যাহত রয়েছে। সরকারি ক্রয় প্রক্রিয়া অন-লাইনে সম্পাদন করাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপদানের লক্ষ্যে Electronic Government Procurement (E-GP) ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে। এছাড়া, On line এ প্রকল্প প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদনসহ অন্যান্য কার্যাদি সম্পাদন করার লক্ষ্যে Digital ECNEC প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

রাজস্ব আহরণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে গৃহীত মূল্য সংযোজন কর আইন, ২০১২ অনুমোদিত হয়েছে। এ আইন কার্যকর করার লক্ষ্যে প্রস্তুতিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। নতুন কাস্টমস আইন, ২০১৪ এর খসড়া চূড়ান্ত করা হয়েছে। চূড়ান্ত খসড়াটি অনুমোদনের প্রক্রিয়া চলছে। শুল্ক ব্যবস্থাপনার পূর্ণাঙ্গ অটোমেশনের লক্ষ্যে দেশের প্রধান প্রধান শুল্ক স্টেশনে Automated System for Customs Data (ASYCUDA) Word বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

অর্থনীতির স্বল্প ও মধ্যমেয়াদি সম্ভাবনা

মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামো (Medium Term Macroeconomic Framework-MTMF)-এ আগামী ২০১৫-১৬ অর্থবছরের জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৭.০ শতাংশ এবং ক্রমান্বয়ে তা বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৭.২ শতাংশ ও ২০১৭-১৮ অর্থবছর নাগাদ ৭.৪ শতাংশে উন্নীত হবে মর্মে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। বিনিয়োগ ২০১৪-১৫ অর্থবছরের জিডিপির ২৯.০ শতাংশ হতে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ৩১.৮ শতাংশে উন্নীত হবে মর্মে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে।

লক্ষ্যমাত্রা অর্জন কতিপয় খাতের উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের উপর নির্ভরশীল। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতে গুরুত্ব প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি তৈরি এবং বিদ্যুৎ ও যোগাযোগসহ অন্যান্য অবকাঠামো খাতে সুসমন্বিত উন্নয়ন এক্ষেত্রে ভূমিকা

রাখবে। এছাড়াও কৃষিখাতে লক্ষ্যাভিমুখী ভর্তুকি প্রদানের মাধ্যমে কৃষি খাতের প্রবৃদ্ধি সমুন্নত রাখা, রেমিট্যান্স এর প্রবাহ আশানুরূপ রাখার লক্ষ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ এবং অভ্যন্তরীণ চাহিদার ব্যাপকতা ও সেবা খাতের প্রবৃদ্ধি অব্যাহত রাখা মধ্যমেয়াদি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়ক হবে। অধিকন্তু, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির সন্তোষজনক বাস্তবায়ন, অনুৎপাদনশীল খাতে ঋণ সরবরাহ নিরূৎসাহিত করা, এবং অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ঋণের যোগান নিশ্চিতকরণের বিভিন্ন পদক্ষেপ এসময়ে নির্ধারিত লক্ষ্য অর্জনে অবদান রাখবে। পাশাপাশি প্রবৃদ্ধি সহায়ক রাজস্ব নীতির প্রভাবে বেসরকারি বিনিয়োগ ত্বরান্বিত করাসহ রাজস্ব খাত এবং আর্থিক ও মুদ্রা খাতের নানামুখী সংস্কার এবং ব্যবসা ও বিনিয়োগের ক্ষেত্রে আস্থা ফিরিয়ে আনা মধ্যমেয়াদের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রবৃদ্ধি অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে মর্মে প্রত্যাশা করা হচ্ছে।

কৃষি খাত

খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের মাধ্যমে দেশের বিপুল জনগোষ্ঠীর খাদ্য চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধিসহ কৃষিখাতের সার্বিক উন্নয়নকে সরকার সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করেছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর সাময়িক হিসাব অনুযায়ী ২০১৪-১৫ অর্থবছরে খাদ্যশস্যের মোট উৎপাদন হবে ৩৮৩.৪৯ লক্ষ মেট্রিক টন (আউশ ২৩.২৮ লক্ষ মেট্রিক টন, আমন ১৩১.৯০ লক্ষ মেট্রিক টন, বোরো ১৮৯.৭৭ লক্ষ মেট্রিক টন, গম ১৩.৩৩ লক্ষ মেট্রিক টন এবং ভুট্টা ২৫.২১ লক্ষ মেট্রিক টন) যা ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ছিল ৩৮১.৭৪ লক্ষ মেট্রিক টন (আউশ ২৩.২৬ লক্ষ মেট্রিক টন, আমন ১৩০.২৩ লক্ষ মেট্রিক টন, বোরো ১৯০.০৭ লক্ষ মেট্রিক টন, গম ১৩.০২ লক্ষ মেট্রিক টন এবং ভুট্টা ২৫.১৬ লক্ষ মেট্রিক টন)। ২০১৪-১৫ অর্থবছরের বাজেটে অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছে ১৫.৫০ লক্ষ মেট্রিক টন (চাল ১৪.০০ লক্ষ মেট্রিক টন এবং গম ১.৫০ লক্ষ মেট্রিক টন)।

চলতি ২০১৪-১৫ অর্থবছরে (ফেব্রুয়ারি, ২০১৫ পর্যন্ত) সার্বিকভাবে দেশে খাদ্যশস্য আমদানির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২৮.৪৩ লক্ষ মেট্রিক টন (চাল ৮.৬৯ লক্ষ মেট্রিক টন এবং গম ১৯.৭৪ লক্ষ মেট্রিক টন)। এর মধ্যে সরকারি খাতে মোট আমদানির পরিমাণ ০.৭২ লক্ষ মেট্রিক টন (যা সম্পূর্ণ গম) এবং বেসরকারি খাতে খাদ্যশস্যের আমদানির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২৭.৭১ লক্ষ মেট্রিক টন (চাল ৮.৬৯ লক্ষ মেট্রিক টন এবং গম ১৯.০২ লক্ষ মেট্রিক টন)। উল্লেখ্য, চলতি অর্থবছরে সরকারিভাবে চাল আমদানি করা হয়নি। উপরন্তু, বাম্পার ফলন, বাজার মূল্য নিয়ন্ত্রণ এবং সন্তোষজনক মজুদ পরিস্থিতিতে উৎসাহিত হয়ে সরকার ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ২৫ হাজার মেট্রিক টন মোটা চাল শ্রীলংকায় রপ্তানি করেছে। ইতিপূর্বে বেসরকারিভাবে কিছু পরিমাণ সুগন্ধি চাল রপ্তানি হলেও মোটা চাল রপ্তানিতে এটিই প্রথম পদক্ষেপ।

চলতি অর্থবছরের জিডিপিতে মৎস্য খাতের অবদান ৩.৬৯ শতাংশ। দেশের মোট কৃষিজ আয়ের প্রায় ২৩ শতাংশ মৎস খাত থেকে আসে। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে দেশে মোট মৎস্য উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৩৫.৪৮ লক্ষ মেট্রিক টন। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে মৎস্য উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ৩৭.০৩ লক্ষ মেট্রিক টন। উল্লেখ্য, অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয় এবং চাষকৃত জলাশয় থেকে মাছ উৎপাদনে বাংলাদেশ বিশ্বে যথাক্রমে ৪র্থ ও ৫ম স্থান অধিকার করেছে।

শিল্প ও রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান (এসওই)

দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে শিল্প খাতের অবদান ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০১৩-১৪ অর্থবছরের জিডিপিতে শিল্প খাতের অবদান ২৯.৫৫ শতাংশ। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে এ খাতের অবদান ৩০.৪২ শতাংশ বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে। সার্বিক শিল্প খাতের মধ্যে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের অবদান ৬৬.৩১ শতাংশ। উৎপাদনসূচক (Quantum Index of Production) ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্পের পণ্য উৎপাদন পরিমাপের একটি গুরুত্বপূর্ণ সূচক। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর সর্বশেষ উপাত্ত অনুযায়ী মাঝারি থেকে বৃহৎ ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্পের উৎপাদনসূচক জুলাই-ডিসেম্বর, ২০১৩-১৪ এর তুলনায় জুলাই-ডিসেম্বর, ২০১৪-১৫ সময়ে ১২.৮৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির একটি সম্ভাবনাময় খাত হিসেবে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের (এসএমই) বিকাশ ও সম্প্রসারণের জন্য বাণিজ্যিক ব্যাংক ও নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক বাংলাদেশ ব্যাংকের সার্বিক তত্ত্বাবধানে ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ৫,৭৮,০১৮টি

এসএমই উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানের বিপরীতে সর্বমোট ৯০,৬০৫.১৫ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে, যা ২০১২-১৩ অর্থবছরের তুলনায় ১৪.১৯ শতাংশ বেশি। একই সময়কালে ২৮,৯৮৩টি এসএমই নারী উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানের বিপরীতে ঋণ বিতরণের পরিমাণ ৩,৬৪৩.১১ কোটি টাকা, যা পূর্ববর্তী ২০১২-১৩ অর্থবছরের তুলনায় ৪৭.৩৫ শতাংশ বেশি। অন্যদিকে, ২০১৪-১৫ অর্থবছরের ডিসেম্বর, ২০১৪ পর্যন্ত ব্যাংক ও নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ ২,৭৯,১৯০টি এসএমই উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানকে ৫৩,৯১৪.৭৩ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করেছে।

বাংলাদেশে বর্তমানে মোট ৮টি ইপিজেডে ফেব্রুয়ারি, ২০১৫ পর্যন্ত সর্বমোট ৫৬১ টি শিল্প প্রতিষ্ঠানকে শিল্প স্থাপনের অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে, তন্মধ্যে ৪৪১ টি শিল্প প্রতিষ্ঠান উৎপাদনরত এবং ১২০ টি শিল্প প্রতিষ্ঠান বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। ইপিজেডসমূহে ফেব্রুয়ারি, ২০১৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত বিনিয়োগের পরিমাণ প্রায় ৩,৪৪৯.৭২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। চলতি ২০১৪-১৫ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত প্রকৃত বিনিয়োগ হয়েছে ২৬১.৬৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ১১.২৯ শতাংশ বেশি। এছাড়া, চলতি অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি, ২০১৫ পর্যন্ত বেপজার ইপিজেডের শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে ২০,৬৪৪ জন বাংলাদেশি শ্রমিকের প্রত্যক্ষ কর্মসংস্থান হয়েছে। ফেব্রুয়ারি, ২০১৫ পর্যন্ত এ যাবতকালে বেপজার ইপিজেডের শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে সর্বমোট প্রায় ৪.১০ লক্ষ বাংলাদেশীর প্রত্যক্ষ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে, তন্মধ্যে ৬৪ শতাংশই নারী।

২০১৩-১৪ অর্থবছরে ৪৯টি রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার (অ-আর্থিক) নিট মুনাফা ছিল ২,৮৩৭.৯৪ কোটি টাকা। এসময়ে মুনাফা অর্জনকারী সংস্থাসমূহ লভ্যাংশ হিসেবে ১,০৫৩.০৯ কোটি টাকা সরকারি কোষাগারে জমা করেছে। ২০১৩-১৪ অর্থবছর পর্যন্ত অ-আর্থিক রাষ্ট্রীয় সংস্থার নিকট মোট ডিএসএল বাবদ পাওনার পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৩,২৫,৩৫৬.৯৬ কোটি টাকা। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের মোট সম্পদের ওপর পরিচালন মুনাফার হার (Return on Asset-ROA) ১.০৬ শতাংশ, পরিচালন রাজস্বের ওপর নিট মুনাফার হার ২.০৯ শতাংশ এবং ইক্যুইটির ওপর লভ্যাংশের হার ৩.৪১ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। পূর্ববর্তী অর্থবছরে এ সূচকসমূহের অবস্থান ছিল যথাক্রমে -০.৫৯ শতাংশ, -২.১৪ শতাংশ এবং ৩.৫১ শতাংশ।

বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাত

বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের উন্নয়নে সরকার সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করেছে। বর্তমানে দেশের মোট জনগণের ৬৮ শতাংশ (নবায়নযোগ্য জ্বালানিসহ) বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় এসেছে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে (ফেব্রুয়ারি, ২০১৫ পর্যন্ত) মোট স্থাপিত উৎপাদন ক্ষমতা ১১,২৬৫ মেগাওয়াট এ দাঁড়িয়েছে। এ পর্যন্ত সর্বোচ্চ ৭,৪১৮ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভবপর হয়েছে। এছাড়া, ২০১৩-১৪ অর্থবছরে নিট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়েছিল যথাক্রমে ৪২,১৯৫.৭১ মিলিয়ন কিলোওয়াট আওয়ার, যা ২০১৪-১৫ অর্থবছরে (ডিসেম্বর, ২০১৪ পর্যন্ত) দাঁড়িয়েছে মোট ২২,৬৯১ মিলিয়ন কিলোওয়াট আওয়ারে। পাশাপাশি, বিদ্যুতের সঞ্চালন ও বিতরণ সংক্রান্ত সিস্টেম লস ২০০১-০২ অর্থবছরের ২৭.৯৭ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে ২০১৩-১৪ ও ২০১৪-১৫ অর্থবছরে (ডিসেম্বর, ২০১৪ পর্যন্ত) দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ১৪.১৩ ও ১৩.৩৪ শতাংশে। এছাড়া, বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী সরঞ্জামাদিসহ নবায়নযোগ্য জ্বালানি হতে পরিবেশ বান্ধব বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

অপরদিকে, প্রাকৃতিক গ্যাস বাংলাদেশের মোট বাণিজ্যিক জ্বালানি ব্যবহারের প্রায় ৭২ শতাংশ পূরণ করছে। মোট আবিষ্কৃত ২৬টি গ্যাস ক্ষেত্রে ডিসেম্বর, ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত প্রকৃত গ্যাস উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় ১২.৫৬ ট্রিলিয়ন ঘনফুট এবং উত্তোলনযোগ্য নীট মজুদের পরিমাণ ১৪.৫৬ ট্রিলিয়ন ঘনফুট। এছাড়া, বর্তমানে দেশের জ্বালানি তেলের মজুদ ক্ষমতা প্রায় ১০.৯১ লক্ষ মেট্রিক টন। দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণকল্পে ইস্টার্ন রিফাইনারির একটি নতুন ইউনিট স্থাপনের পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে। নতুন ইউনিটসহ যার উৎপাদন ক্ষমতা দাড়াঁবে প্রায় ৪৫ লক্ষ মেট্রিক টন।

বিদ্যুৎ উৎপাদনে সরকারের মাষ্টার প্ল্যান অনুযায়ী ২০২১ ও ২০৩০ সালে বিদ্যুতের চাহিদা বিবেচনায় রেখে তা পূরণের জন্য স্থাপিত উৎপাদন ক্ষমতা ২০২১ সালে ২৪,০০০ ও ২০৩০ সালে ৩৯,০০০ মেগাওয়াট এ উন্নীত করতে হবে। আর গ্যাস চাহিদার কথা বিবেচনা করে মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার আওতায় ডিসেম্বর, ২০১৫ শেষে দৈনিক ২,৮০০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস উৎপাদনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

পরিবহণ ও যোগাযোগ খাত

আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পরিবহণ এবং তথ্য ও অন্যান্য যোগাযোগ নেটওয়ার্কের সাথে বাংলাদেশকে অন্তর্ভুক্ত করার উপযোগী উন্নত এবং সুসমন্বিত পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলা একান্ত জরুরি। তাই পরিবহণ ও যোগাযোগ খাতে বিভিন্ন প্রকল্প অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ঢাকা মহানগরীর যানজট নিরসনকল্পে কৌশলগত পরিকল্পনা এবং আন্তঃকর্তৃপক্ষ সহযোগিতার মাধ্যমে একটি নিরাপদ সমন্বিত পরিবহণ ব্যবস্থা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ঢাকা পরিবহণ সমন্বয় কর্তৃপক্ষ (ডিটিসিএ) গঠন করা হয়েছে। ঢাকা মহানগরীর যানজট নিরসনে ২০.১ কিলোমিটার দীর্ঘ MRT Line-6 (মেট্রোরেল) নির্মাণ প্রকল্পের কাজ ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে। পদ্মা সেতু নির্মাণ প্রকল্পকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে নিজস্ব অর্থায়নে এর বাস্তবায়ন শুরু করা হয়েছে। ৬.১৫ কিলোমিটার দীর্ঘ এই সেতু ২০১৮ সাল নাগাদ যানবাহন পারাপারের জন্য খুলে দেয়া সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়।

পরিবেশ-বান্ধব, নিরাপদ এবং সুলভে মালামাল পরিবহণের নির্ভরশীল মাধ্যম হিসেবে রেলের ভূমিকা অব্যাহত রাখার জন্য বাংলাদেশ রেলওয়েকে বাণিজ্যিক ও আর্থিক সফলতা অর্জনে এবং পেশাগত জ্ঞানের ভিত্তিতে পরিচালনার লক্ষ্যে প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার, সেক্টর ইম্প্রুভমেন্ট প্রভৃতি বিষয়ে উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। নৌ-পথের নাব্যতা সংরক্ষণ ও নৌ-পথ উদ্ধার, নিরাপদ নৌ-যান চলাচল নিশ্চিতকরণ, অভ্যন্তরীণ নৌ-বন্দরসমূহের উন্নয়ন, ঢাকার চারপাশের নৌ-পথ সচলকরণ, অভ্যন্তরীণ নৌ-পথে কন্টেইনার পণ্য পরিবহণের অবকাঠামো সৃষ্টি, ডিজিটাল পদ্ধতিতে হাইড্রোগ্রাফিক চার্ট প্রণয়ন ইত্যাদি কর্মসূচি হাতে নেয়া হয়েছে। আকাশ পথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা এবং সীমিত সম্পদ নিয়ে বাংলাদেশ বিমান এয়ারলাইন্স অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক গন্তব্যে সার্ভিস পরিচালনা করছে। দেশের টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন এবং এর মান উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। সাবমেরিন কেবল-এর মাধ্যমে একটি আধুনিক টেলিকমিউনিকেশন নেটওয়ার্ক তৈরির জন্য কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে, যা হবে ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার জন্য গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো।

মানবসম্পদ উন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচন

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির পাশাপাশি মানবসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার আর্থ সামাজিক খাতে বাজেটের ২০ শতাংশের অধিক হারে ব্যয় করছে। ২০১৪ সালে প্রকাশিত Human Development Report (HDR) অনুযায়ী ২০১৩ সালে মানব উন্নয়ন সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান ১৪২ তম যা ২০১২ সালে ছিল ১৪৩ তম। সরকার শিক্ষার সকল স্তরে ভর্তির সুযোগ সৃষ্টি ও শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নের মাধ্যমে দক্ষ ও যোগ্য মানবসম্পদ সৃষ্টির লক্ষ্যে জাতীয় শিক্ষানীতি, ২০১০ প্রণয়নসহ বহুবিধ কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শতকরা ৬০ ভাগ মহিলা শিক্ষক নিয়োগের বিধি প্রবর্তনের ফলে মহিলা শিক্ষকের হার ১৯৯১ সালের ২১ শতাংশ থেকে বর্তমানে ৬৪.৯ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার আলোকে সরকার স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা খাতকে অগ্রাধিকার প্রদান করায় দেশের স্বাস্থ্যখাতে উল্লেখ্যযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। প্রজনন হার ও মৃত্যু হার কমেছে। গড় আয়ু বৃদ্ধিসহ নবজাত শিশু ও মাতৃ-মৃত্যু হ্রাসে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। অপুষ্টির হারও উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। স্বাস্থ্য সেবায় অর্জিত সাফল্য অব্যাহত রেখে এ খাতের আরও উন্নয়নের জন্য ২০১১-১৬ মেয়াদে সমন্বিত স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি উন্নয়ন সেক্টর (HPNSDP) কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এছাড়া, নারীদের শিক্ষিত ও দক্ষ মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে তোলা এবং জাতীয় উন্নয়ন কর্মকান্ড বাস্তবায়নে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং নারীর রাজনৈতিক, সামাজিক, প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নারী উন্নয়ন নীতি-২০১১ অনুযায়ী বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে।

বাংলাদেশ খানা আয় ও ব্যয় জরিপ (Household Income and Expenditure Survey-HIES) অনুযায়ী ২০০০ সাল থেকে ২০০৫ সালের মধ্যে (উচ্চ দারিদ্র রেখা দ্বারা পরিমাপকৃত) আয় দারিদ্রের হার ৪৮.৯ শতাংশ থেকে ৪০.০ শতাংশে নেমে আসে। এ হ্রাসের যৌগিক হার বার্ষিক ৩.৯ শতাংশ। তবে দারিদ্রের হার শহর এলাকায় অধিক হ্রাস পেয়েছে (বার্ষিক ৪.২ শতাংশ হারে)। অপরদিকে ২০০৫ সাল থেকে ২০১০ সালের মধ্যে আয় দারিদ্রের হার ৪০.০ থেকে ৩১.৫ শতাংশে নেমে এসেছে। এ হ্রাসের যৌগিক হার বার্ষিক ৪.৬৭ শতাংশ। ২০০৫ সাল থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত শহরাঞ্চলে পল্লী এলাকার তুলনায় দারিদ্রের গভীরতা (দারিদ্র ব্যবধান দ্বারা পরিমাপকৃত) বেশি হারে হ্রাস পেয়েছে ও তীব্রতা (দারিদ্র ব্যবধানে বর্গ দ্বারা পরিমাপকৃত) প্রায় সমহারে হ্রাস পেয়েছে। ২০১০

সালের পর থেকে জরিপভিত্তিক দারিদ্র পরিস্থিতির উপাত্ত প্রকাশিত হয়নি। তবে ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মধ্যমেয়াদি মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুযায়ী ২০১৪ সালে দারিদ্রের হার ২৪.৪৭ শতাংশ প্রাক্কলন করা হয়েছে।

সচরাচর উন্নয়নশীল দেশে দারিদ্র হ্রাস পায় ঠিকই কিন্তু বৈষম্যও বৃদ্ধি পায়। বাংলাদেশে অন্তত: দারিদ্র যে হারে হ্রাস পাচ্ছে, অতিদরিদ্র সংখ্যা তার চেয়ে বেশি হারে কমছে। একইসঙ্গে সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রম বৃদ্ধি করে দরিদ্রদের সহায়তা প্রদানের উদ্যোগ জোরদার হচ্ছে।

দারিদ্র হ্রাসে গ্রামীণ অর্থনীতিতে অর্জিত গতিশীলতা এবং হত-দরিদ্রদের জন্য টেকসই নিরাপত্তা বেষ্টনির মাধ্যমে জনগণের খাদ্য নিরাপত্তা, বয়স্ক, দুঃস্থ মহিলা, মুক্তিযোদ্ধা, প্রতিবন্ধী, এতিম প্রভৃতি জনগোষ্ঠীর জন্য বিভিন্ন ভাতা হিসেবে নগদ প্রদান ও খাদ্য নিরাপত্তা কার্যক্রমের পরিধি ও বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে। অতি দরিদ্র ও দুঃস্থদের জন্য বিনামূল্যে খাদ্য বিতরণ, কাজের বিনিময়ে খাদ্য ও টেস্ট রিলিফ ছাড়াও সরকার একটি বাড়ি একটি খামার, আশ্রয়ণ, গৃহায়ণ প্রভৃতি কর্মসূচি সফলভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

চলতি ২০১৪-১৫ অর্থবছরের বাজেটে সামাজিক নিরাপত্তা খাতে ৩০,৭৫১.১১ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে যা মোট বাজেটের ১২.২৮ শতাংশ এবং জিডিপি'র ২.৩০ শতাংশ। দারিদ্র বিমোচনে সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নে পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ), বিভিন্ন ব্যাংক এবং NGO সংশ্লিষ্ট রয়েছে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ৪টি বাণিজ্যিক ব্যাংক ও দুটি বিশেষায়িত ব্যাংকের ডিসেম্বর, ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ হয়েছে ২৬,৬০৫.৬২ কোটি টাকা। অন্যদিকে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার মাধ্যমে ডিসেম্বর, ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ঋণ বিতরণের পরিমাণ ১৭,৭৪৯.৯০ কোটি টাকা।

বেসরকারি খাত উন্নয়ন

দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রয়োজন একটি দক্ষ বেসরকারি খাত। বেসরকারি খাতের উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার প্রশাসনিক, আর্থিক ও নীতি সহায়তা প্রদান করছে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরের সাময়িক হিসাব অনুযায়ী বেসরকারি বিনিয়োগের হার জিডিপি'র ২২.০৭ শতাংশ, যা মোট বিনিয়োগের ৭৬.১৮ অংশ। ২০১৪ সালে বাংলাদেশে মোট প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ (এফডিআই) এসেছে ১,৫২৬.৭০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। গত ২০১৩-১৪ অর্থবছরে বিনিয়োগ বোর্ডে মোট ১,৪৩২টি বিনিয়োগ প্রস্তাবনা নিবন্ধিত হয়, এবং এতে সম্ভাব্য বিনিয়োগের পরিমাণ ৬৮,২৯১.১ কোটি টাকা। তন্মধ্যে, বৈদেশিক বিনিয়োগ প্রস্তাবনার সংখ্যা ১২৪টি এবং প্রস্তাবিত বিনিয়োগের পরিমাণ ১৮,৫৩১.৮ কোটি টাকা। চলতি অর্থবছরের জুলাই-ফেব্রুয়ারি, ২০১৫ মাসে ৮৯৪টি প্রকল্প প্রস্তাব নিবন্ধিত হয়, যার অনুকূলে আর্থিক প্রস্তাব ৫৩,৬৯৭ কোটি টাকা। এর মধ্যে বিদেশি বিনিয়োগ প্রকল্পের সংখ্যা ৭৫টি এবং প্রস্তাবিত অর্থের পরিমাণ ৬,৪৫১.৩ কোটি টাকা। এছাড়া বাংলাদেশি বিনিয়োগকারীদের বৈদেশিক ঋণ গ্রহণের মাধ্যমে প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ২০১৪ সালে ১২৬টি বৈদেশিক ঋণ প্রস্তাব অনুমোদিত হয় এবং অনুমোদিত ঋণের পরিমাণ ১,৮৩৫.১৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০১৫ সালের প্রথম তিন মাসে (মার্চ ২০১৫ পর্যন্ত) অনুমোদিত ঋণ প্রস্তাবের সংখ্যা ৩২টি এবং অনুমোদিত ঋণের পরিমাণ ২৮৫.৬২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

বেসরকারিকরণ কার্যক্রমের আওতায় প্রাইভেটাইজেশন কমিশন কর্তৃক ফেব্রুয়ারি, ২০১৫ পর্যন্ত মোট ৮১ টি প্রতিষ্ঠান বেসরকারিকরণ করা হয়েছে এবং এতে ৪১০.৩২ কোটি টাকা রাজস্ব আদায় হয়েছে। এর মধ্যে ৫৯টি প্রতিষ্ঠান সরাসরি বিক্রির মাধ্যমে এবং ২২টি প্রতিষ্ঠান/কোম্পানির শেয়ার বিক্রির মাধ্যমে বেসরকারিকরণ করা হয়েছে।

নতুন শিল্প স্থাপনের মাধ্যমে বেসরকারি খাতকে বিনিয়োগে উৎসাহিতকরণের লক্ষ্যে বর্তমানে ৮টি রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা (ইপিজেড) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এছাড়া, বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল আইন, ২০১০ অনুসারে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা) প্রতিষ্ঠা করেছে, যার ফলে এই আইনের অধীনে নতুন অঞ্চল প্রতিষ্ঠা এবং তত্ত্বাবধান করা সম্ভব হবে। চলতি অর্থবছরের মে, ২০১৫ পর্যন্ত ২২টি অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব অনুমোদিত হয়েছে। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ বেসরকারি অর্থনৈতিক অঞ্চল নীতি, ২০১৫ শিরোনামে একটি নীতি প্রবর্তন করা হয়েছে।

বেসরকারি বিনিয়োগকারিদের আস্থা অর্জন ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য সরকারি-বেসরকারি অংশীদারি আইন ২০১৫ সংসদে উপস্থাপন করা হয়েছে। অবকাঠামো খাতে বেসরকারি বিনিয়োগ উৎসাহিত করার জন্য এ খাতে বেশ কিছু আর্থিক

প্রণোদনা প্রবর্তনের বিষয়টি সরকারের সক্রিয় বিবেচনাধীন রয়েছে। প্রকল্প প্রণয়ন, ব্যবস্থাপনা ও তদারকীতে বাস্তবায়নকারি সংস্থার সক্ষমতা বৃদ্ধির কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। পিপিপি'র মাধ্যমে বাস্তবায়নের জন্য ছয়টি খাতে চার বছরে ইতোমধ্যে ৪২ টি প্রকল্প নীতিগতভাবে অনুমোদিত হয়েছে। যার সম্ভাব্য বিনিয়োগের পরিমাণ প্রায় ১৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। এর মধ্যে ৩টি প্রকল্পের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। দুটি প্রকল্পের নির্বাচিত বিনিয়োগকারিদের সাথে অচিরেই চুক্তি সম্পাদন করা সম্ভব হবে। অনুমোদিত ২৪টি প্রকল্পের জন্য পরামর্শক নিয়োগ করা হয়েছে। এসব ব্যবস্থার ফলে দেশের অবকাঠামো নির্মাণে দৃশ্যমান অগ্রগতি সাধিত হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

পরিবেশ সংরক্ষণ ও টেকসই উন্নয়ন

টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে পরিবেশ সংশ্লিষ্ট বিষয়াদিকে উন্নয়ন কার্যক্রমের সাথে সমন্বিত করার প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে । পরিবেশগত সমস্যাসমূহ নিরসনপূর্বক দূষণমুক্ত, সুস্থ পরিবেশ নিশ্চিতকল্পে ও পরিবেশবান্ধব প্রতিবেশ গড়ে তুলতে বিভিন্ন নীতি এবং উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি মোকাবেলা ও অভিযোজন কর্মসূচি ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plan, 2009 (BCCSAP 2009) বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ অব্যাহত রয়েছে। এ উদ্দেশ্যে সরকার নিজস্ব তহবিল হতে ২০০৯-১০ অর্থবছরে ৭০০ কোটি টাকা বরাদ্দ দিয়ে জলবায়ু পরিবর্তন তহবিল গঠন করে এবং ২০১৪-১৫ অর্থবছর পর্যন্ত উক্ত ফান্ডে ২,৯০০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড নীতিমালা প্রণয়ন, জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড আইন, ২০১০ প্রবর্তন করাসহ দাতা দেশ/সংস্থাসমূহের সহায়তায় Bangladesh Climate Change Resilience Fund (BCCRF) গঠণ করা হয়েছে। এছাড়া, ওজোনস্তর রক্ষা, পরিবেশকে সার্বিকভাবে দূষণমুক্ত রাখার উদ্দেশ্যে গণসচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা, বৃক্ষ সংরক্ষণ আইন, ২০১১ প্রণয়ন ও বিভিন্ন সংস্কারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। জীববৈচিত্র্য প্রতিবেশ ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় বিষয়টি বিবেচনায় রেখেই দেশের মূল্যবান জীবসম্পদ সংরক্ষণে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা, ২০২০ প্রণয়ন করা হয়েছে এবং এর আওতায় বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করা হচ্ছে। National Bio-safety Framework বাস্তবায়ন এবং National Biodiversity Strategy and Action Plan কে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং হালনাগাদ করা হয়েছে।